ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১৩১
আগরতলা, ৮ অক্টোবর, ২০২৫

**প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ**

গত ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'সীমান্তে বাংলাদেশী চোরদের উপদ্রব বিএসএফ'র ভূমিকায় প্রশ্ন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি আরক্ষা দপ্তরের নজরে এসেছে। এবিষয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের রিপোর্টের ভিত্তিতে এসপি (পুলিশ কন্ট্রোল) এক স্পষ্টিকরণে জানিয়েছে গত ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ রাতে শুভঙ্কর ঘোষের বাড়ি থেকে দুটি গরু নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে এই গরু দুটি বাংলাদেশী ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে যায়। তাছাড়া যে বিএসএফ জওয়ানরা সেই রাতে ডিউটিরত ছিলেন তারা কোন গরু চুরির বিষয় লক্ষ্য করেননি এবং কোনপ্রকারের চিৎকারও শুনতে পাননি। গরুর মালিকের বক্তব্য অনুযায়ী গরু দুটি সেই রাতে খোলা গোয়াল ঘরে বাঁধা ছিল এবং গরুগুলিকে শেষবার রাত ১১টায় দেখা যায়। কিন্তু গরুগুলি চুরি হওয়ার বিষয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত। এর আগেও যদুগোপাল নাথ'র ৩টি গরু চুরি হয় এবং পরে ২টি গরুর হদিশ পেয়ে তা ফিরিয়ে আনা হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, বিএসএফ'র বক্তব্য এবং অন্যান্য তথ্যাদি দেখে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ১৭ তারিখ রাতে কোন বাংলাদেশী ডাকাতের দল সীমান্ত লঙ্ঘন করে রমেন্দ্রনগরে প্রবেশ করেনি। এটাও সত্য নয় যে বিএসএফ জওয়ানরা সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করছিলেন না। গরু দুটির নিরুদ্দেশের বিষয়ে সাব্রুম থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাব্রুমের এসডিপিও গত ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রমেন্দ্রনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় অবৈধ সামগ্রী এবং গবাদি পশু পাচারকে রুখতে পুলিশ, বিএসএফ এবং গ্রামবাসীরা সর্বসম্মতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

******